মহাগুরু রমিজ নীতির চতুর্থ বৈশিষ্ট্য

সদ্‌গুরুর প্রতি আত্মনিবেদন ও নিজকে নিজে চিনা: পূর্বের আলোচনায় (তৃতীয় বৈশিষ্ট্যে) আমরা মহাগুরু রমিজের মতে সদ্‌গুরুর (নিষ্ঠাগুরু বা চেতনগুরুর) ব্যাখ্যা পেয়েছি।

সদ্‌গুরুর প্রতি আত্মনিবেদন করার জন্য একজন সত্যের সন্ধানকারী ভক্ত বা শিষ্যের প্রয়োজন, যিনি ভক্ত হিসেবে সৎচরিত্রের অধিকারী। অধ্যাত্ম বিষয়ে যিনি গুরুকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। যার আত্মরাজ্যে বা আত্মজগতে গুরুই কেন্দ্রবিন্দু। যিনি গুরু ভিন্ন অন্য কিছু বুঝেন না। গুরুই কেবল সকল কর্মের মূল। যার কাছে গুরুই পরমতত্ত্ব। এ সমস্ত গুণের অধিকারী ভক্তই গুরুর নিকট একজন পরম ভক্ত।

উক্ত পরম ভক্তই সদ্‌গুরুর নিকট আত্মনিবেদন করার উপযুক্ত। এ পরম ভক্তই সদ্‌গুরুর নিকট আত্মানিবেদন করতে পারেন। আত্ম মানে নিজ। আর নিবেদন মানে সমর্পণ, উৎসর্গ, ত্যাগ, বিসর্জন ইত্যাদি।

তাহলে, আত্মনিবেদন হচ্ছে নিজকে সমর্পণ, নিজকে উৎসর্গ, নিজকে ত্যাগ অথবা নিজকে বিসর্জন দেয়া। এবার সদ্‌গুরুর নিকট আত্মনিবেদন হলো- সদ্‌গুরুর নিকট নিজকে সমর্পণ বা উৎসর্গ করা। গুরুর নিকট নিজকে নিজে উৎসর্গ করাই হচ্ছে, নিজকে গুরুর নিকট বিলীন করে দেয়া। অর্থাৎ গুরুতে লয় হয়ে যাওয়া। এ অবস্থায়, পরম ভক্তের কোন আমিত্ব থাকেনা। আমিত্বকে ত্যাগ করেই গুরুতে সমর্পিত হতে হয়। নিজের কোন ইচ্ছা, আকাঙ্খা থাকেনা। সকল কর্মে, ধ্যানে, বিষয়ে, মননে গুরুর ইচ্ছায় ইচ্ছিত হতে হয়। এ অবস্থায় আরো তিনি গুরুভিন্ন অন্যকিছু জানেন না এবং আমিত্বকে বিনাশ করতঃ গুরুতে সর্বস্ব অর্পণ করেছেন।

ঠিক এমন একটি অবস্থার কথাই মহাগুরু রমিজ তাঁর ভাষায় বলেন-

"গুরুর নিকটে যার সর্বস্ব অর্পণ
গুরু ভিন্ন অন্য কিছু জানেনা যে জন।
তার মধ্যে ছয় রিপু হবে বিসর্জন
ইহার নাম সত্য কোরবান রাখিও স্মরণ"।

উপদেশ-২৫,২৬ (স্বর্গের সুধা)

গুরু রমিজের উপরোক্ত সিদ্ধবাক্যে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, যিনি নিজেকে গুরুর নিকট আত্মনিবেদন না আত্মসমর্পণ করতে পেরেছেন, তখন তার সকল রিপু *(কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্জ্য)* বিসর্জন হয়ে যায় এবং ইহাই ***সত্য কোরবান*** নামে অভিহিত।

যার মধ্যে কোন রিপু এবং ইন্দ্রিয়ের তাড়না থাকেনা তিনি *সৎ, নিষ্ঠাবান ও নিষ্কলুষ* চরিত্রের অধিকারী। তিনি স্রষ্টা বা আল্লাহ্‌কে মরমে মরমে এবং সম্যকভাবে জানার সাধনায় (পরম তত্ত্বজ্ঞান) মগ্ন থাকেন। এই সাধনাকে *মরমী সাধনা বা মারফত* বলা হয়। এ সাধনার চারটি স্তর যথা ফানাফিস শেখ ... ইত্যাদি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, মারফত বা মরমী সাধনার প্রথম স্তর হচ্ছে গুরুতে বিলীন হয়ে যাওয়া।

গুরু রমিজ সদ্‌গুরুর প্রতি আত্মনিবেদনের কথা বলেছেন। তার মানে তিনি সদ্‌গুরু সঙ্গ ও সাধনার কথাই তাঁর নীতির চতুর্থ বৈশিষ্ট্যে বলেছেন। সদ্‌গুরু পরমাত্মার জাত। তাই ***সদ্‌গুরু ব্রহ্মা বা স্রষ্টার সাথে ও মহাবিশ্ব প্রকৃতির সাথে লয় হয়ে আছেন***। তাই তাঁর আত্মা পরমাত্মারূপে আছেন। গুরু রমিজের বিধান অনুযায়ী, তাঁর কাছে (সদ্‌গুরু) সকল পাপ অকুণ্ঠ চিত্তে প্রকাশ করে সবই মোচন বা লাঘব করা যায়। তাঁর নিকট সকল পাপসহ আত্মসমর্পণ করতঃ সর্বদা অনুতাপ করাই হচ্ছে গুরুর নিকট আত্মনিবেদন। নিজের জীবত্ব বোধকে বর্জন পূর্বক সদ্‌গুরুর নিকট আত্মসমর্পণ করতঃ পরমাত্মার সাথে লয় হওয়া সম্ভব।

"নিজের জীবত্ব বোধকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে আত্মার পরমত্ব অর্জন করাই সদ্‌গুরুর নিকট আত্মনিবেদনের মূল উদ্দেশ্য"।

সদ্‌গুরু সঙ্গ করে এবং তাঁর আদেশ অনুযায়ী কর্ম করে সর্বদা সাধনায় লিপ্ত থেকে উপরোক্ত মারেফতের চারস্তর ক্রমান্বয়ে অতিক্রম করতঃ *বাকাবিল্লাহ্ বা আল্লাহ বা স্রষ্টার (ব্রহ্মার) জাতের সাথে অথবা মহাবিশ্ব প্রকৃতির সাথে মিশিয়া যাওয়াই হচ্ছে নিজকে নিজে চিনা*। স্রষ্টার জাতের সাথে মিশিয়া গেলে স্রষ্টাকেও চেনা হয়ে গেল।

অতএব, উল্লেখিত উপায়ে *নিজকে নিজে চিনতে পারলে স্রষ্টাকে চেনা যায়*। আর সেজন্যেই মহাগুরু রমিজ সদ্‌গুরুর প্রতি আত্ম নিবেদনের কথা উল্লেখ করেছেন।